

“দীক্ষার অর্থ কোন মস্তদীক্ষা নয়। তুমি মাত্র এখানে এস এবং তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ আমাকে দাও। আমি তোমায় প্রভু হতে সাহায্য করতে এসেছি মাত্র।”

~ সুমা চিঙ হাই

“প্রত্যেকে জানে কি করে সাধনা করতে হয়। কিন্তু তুমি অশুভ জিনিষের সাধনা কর। কোন লোক সুন্দরী নারীর সাধনা করে, কেউ কেউ অর্থ আবার কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্যের সাধনা করে। প্রতি ক্ষেত্রেই তুমি সর্বাঙ্গুঃকরণে একটি জিনিষের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দাও। এটাই সাধনা। আমি মনোনিবেশ করি আমার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি, দয়া মায়া, ভালোবাসা প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণের প্রতি”

~ সুমা চিঙ হাই

“দীক্ষার অর্থ হোলো নূতনভাবে নূতন জীবন শুরু করা। এর অর্থ এই যে তোমার গুরু তোমাকে সাধু সন্তদের একজন হওয়ার জন্য তোমাকে গ্রহণ করেছেন। তাহলে তুমি আর সাধারণ মানুষ নও। তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাচীনকালে একেই বলা হতো ধর্মদীক্ষা বা প্রভুর কারণ নেওয়া।”

~ সুমা চিঙ হাই

দীক্ষা ঃ—

কোয়ান ইন পদ্ধতি ঃ—

প্রভু চিঙ হাই সত্যকে জানিবার জন্য প্রকৃত আগ্রহী ব্যক্তিগণকে কোয়ান ইন পদ্ধতিতে দীক্ষা দান করেন। চীনা ভাষায় “কোয়ান ইন” অর্থ শব্দ কম্পনের ধ্যান। এই পদ্ধতিতে ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত অন্তরের জ্যোতি ও অন্তরের শব্দ। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের আধ্যাত্মিকম সাহিত্যের এই আভ্যন্তরীন অনুভূতির কথা বারবার বলা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বাইবেলে বলেছেন। **"In the beginning was the Word and the Word is was with God, and the Word was God."** এই শব্দ ছিল আব্যন্তরীন শব্দ একে বিভিন্ন জায়াগায় শব্দ। শব্দপ্রবাই ত্যা নাম অথবা স্বর্গীয় সংগীত বলা হয়েছে। প্রভু চিঙ হাই বলেছেন ইহা আমাদের সমস্ত জীবনে অনুরনিত হয় এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যপ্ত হয়। এই অন্তরের মুচ্ছনা সমস্ত আঘাতকে নিরাময় করতে পারে, সমস্ত কামনা পূর্ণ করতে পারে এবং সমস্ত পৃথিব পিপাসার তৃপ্তি ঘটায়। এটা সর্বব্যাপী সর্বপ্রেমময় একশক্তি। এর কারণ আমরা শব্দ থেকেই সৃষ্টি ইহা শক্তি এবং হৃদয়ের পরিতৃপ্তি আনে। এই শব্দ শোনার পর সমস্ত প্রাণীই বদলে যায় এবং আমাদের শ্রেয় অবিমুখে আমাদের জীবনে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়।

এই অন্তরের জ্যোতি বা ঈশ্বরের জ্যোতি বলতে আমরা “জ্ঞানের আলোককে” বুঝি। সুক্ষ্ম আলোক দ্যুতি থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য সূর্যের ওজ্জ্বল্য পর্যন্ত ইহা পরিব্যপ্ত অন্তরের দৃষ্টি ও জ্যোতি আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি।

কোয়ান ইন পদ্ধতিতে দীক্ষা কোন গুপ্তধর্ম আচরণ নয় বা নতুন ধর্ম গ্রহণ করার অনুষ্ঠান নয়। দীক্ষাকালে আভ্যন্তরীন জ্যোতি ও বাণীর সাধনা করার জন্য

কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হয়। প্রভু চিঙ হাই এই “আধ্যাত্মিক যোগাযোগ” স্থাপনের কাজ করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভব প্রথমে পাওয়া যায় নীরবতার মধ্যে। আপনার উপলক্ষির দরজা খুলে দেওয়ার জন্য প্রভু চিঙ হাই-এর দৈহিক উপস্থিতির দরকার নেই। এটা এই পদ্ধতির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রভুর করুণা ছাড়াই এই পদ্ধতিগুলি আপনাকে সেটা এনে দেবে। অন্তরের এই বাণী শুনতে পাও বলে এবং অন্তরের এই জ্যোতি দেখতে পায় বলে এই পদ্ধতিকে কখনও কখনও বলা হয় আকস্মিক বা তাৎক্ষণিক জ্ঞানের আলোক উপলব্ধি করা।

প্রভু চিঙ হাই সমস্ত ধর্মে সমস্ত স্তরের লোককে দীক্ষা দেন। এর জন্য তোমাকে বর্তমান ধর্ম বা বিশ্বাস ত্যাগ করতে হয় না। তোমাকে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলা হয় না অথবা তোমার বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয় না। অবশ্য তোমাকে নিরামিষাসী হতে বলা হবে আজীবন নিরামিষ আহার দীক্ষাগ্রহণের একটি প্রয়োজনীয় পূর্ব সর্ত।

দীক্ষা এবং পরবর্তীকালে প্রভুর আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়। প্রতিদিন কোয়ান-ইন পদ্ধতিতে অনুধ্যান আর পাঁচটি বাণী পালন করা — হোলো দীক্ষার পর একমাত্র পালনীয় কর্তব্য। এই বাণীগুলি তোমাকে নিজের বা অন্য কোনও জীবের অনিষ্ট করতে শেখাবে। এই অভ্যাসগুলি তোমাকে তোমার এই প্রাথমিক জ্ঞানের আলোককে আরও শক্তিশালী ও গভীর করবে। যা তোমার বোধ বিকাশ বা জাগরণকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাবে। অভ্যাস না করলে তোমার এই বোধ লাভের কথা তুমি অবশ্যই বিস্মৃত হবে এবং আবার চেতনার সাধারণ পর্যায়ে ফিরে আসবে।

প্রভু চিঙ হাই এর লক্ষ্য হোলো আমাদের আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া। তিনি আমাদের এমন এক সাধন পদ্ধতি শিক্ষা দেন বা আমরা নিজেরাই কোনওপ্রকার জটিলতা ছাড়াই অভ্যাস করতে পারবো। তিনি অনুগামী বা শিষ্যের খোঁজ করছেন না বা কোন সংগঠন তৈরী করতে চাইছেন না যাতে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। তিনি কোনও অর্থ বা উপহার গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁকে এসব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি যা নেন তা হোলো দৈনন্দিন জীবনে আন্তরিকতা এবং নিজেকে সাধু-সন্ত এর পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য যোগাভ্যাস।

পাঁচটি বাণী

- ১। কোনও প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাক।
- ২। অ-সত্য ভাষণ থেকে বিরত থাক।
- ৩। অ-দত্ত কোনও কিছু গ্রহণ থেকে বিরত থাক।
- ৪। যৌন অনাচার থেকে বিরত থাক।
- ৫। মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাক।

এই বাণীগুলি পালন করতে গেলে দুঃখপান ও নি
রামিষ খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়।